বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ।
(ফৌজদারি রিভিশনের অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ

বিচারপতি আবদুর রব

ফৌজদারি রিভিশন নম্বর ৫৫৬/২০০৭

মোঃ জাহিদুল ইসলাম ওরফে টুটুল
--- আসামি দরখাস্তকারী

বনাম

রাষ্ট্র
---প্রতিপক্ষ।

জনাব জহিরুল আলম বাবর, আইনজীবী
---- আসামি দরখাস্তকারী পক্ষে।

জনাব মোহাম্মদ আবুল হাশেম, ডি, এ, জি,
----প্রতিপক্ষে।

রায় প্রদানের তারিখঃ **ফাল্গুন ২১, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ**
মার্চ ০৫, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিচারপতি আবদুর রব

বিজ্ঞ বিশেষ দায়রা জজ আদালত, কুষ্টিয়া আসামি দরখাস্তকারী মোঃ জাহিদুল ইসলাম ওরফে টুটুল কর্তৃক দায়েরকৃত ফৌজদারি আপীল ২৩/২০০৬ নম্বর মামলায় বিগত জানুয়ারি ১৮, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে না-মঞ্জুর করেন এবং বিজ্ঞ প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট, দ্রুত বিচার আদালত, কুষ্টিয়া জি, আর, ৯১/২০০৬ নম্বর

মামলায় বিগত মে, ২৩, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন এর ৪ ধারার অপরাধে দরখাস্তকারীকে দোষী সাব্যস্থক্রমে ৪ (চার) বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে ০৩(তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডের প্রদত্ত রায় ও আদেশ বহাল রাখেন।

আসামি দরখাস্তকারী অত্র আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৯ এবং ৪৩৫ ধারার ফৌজদারি রিভিশন দায়ের করেন।

রিভিশনটি নিষ্পত্তির জন্য রাষ্ট্রপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, হাবিলদার ১০২ মোঃ আকবর আলী র‍্যাব-৬ খুলনা, কুষ্টিয়া ইউনিট, জেলা-কুষ্টিয়া এই মামলার অভিযোগকারী। তিনি ছদ্দবেশে সঙ্গীয় ফোর্স সহ বিগত মার্চ ০৯, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জগতী সুগার মিলের পুকুর পাড়ে যান। সেখানে যাওয়ার পর আসামিরা তাদের ফোন করে শিশু বাগানে আসতে বলে। আসামি জাহিদুল ইসলাম টুটুল সহ ৪/৫ জন ক্লাবের ভিতর অস্ত্র দেওয়া হবে বলে ক্লাবে তাদের যেতে বলে। তারা ক্লাবের ভিতর না গিয়ে ফিরে আসে। তারা রিক্সায় করে ফিরে আসার পথে বেলা অনুমান ১:৩০ ঘটিকার সময় উপজেলা পশু সম্পদ অফিসের কাছাকাছি পৌঁছলে তাদের সামনের দিক হতে একটি মটর সাইকেল এসে তাদের রিক্সা থামায় এবং তাদের রিক্সা হতে নামতে বলে। তারা তার ব্যাগ ধরে টানতে থাকে। তখন তারা তাদের অস্ত্র বের করলে আসামিরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তারা আসামি আশিকুর রহমানকে মটর সাইকেল সহ

গ্রেফতার করে। আসামি আশিকুর রহমান স্বীকার করে আসামি জাহিদুল ইসলাম তাদের টাকা ছিনতাই করার জন্য পাঠিয়েছে। অতঃপর তারা আসামি জাহিদুল ইসলাম টুটুলকে গ্রেফতার করে। আসামি জাহিদুল ইসলাম আসামি পারভেজ ও রাসেল বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া থানার মামলা নম্বর ১৫ তারিখ মার্চ ১০, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ লিখিত এজাহার দায়ের করেন।

কুষ্টিয়া থানার এস, আই, মোঃ এমদাদ হোসেন এ মামলাটি তদন্ত করে আসামি জাহিদুল ওরফে টুটুল এবং অপর ৩ জনের বিরুদ্ধে ২০০২ খ্রিস্টাব্দের আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইনের ৪/৫ ধারায় কুষ্টিয়া থানার অভিযোগপত্র নম্বর ৫১ তারিখ মার্চ ২০, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে দাখিল করেন।

বিজ্ঞ ম্যাজিস্টেট বিগত এপ্রিল ২৩, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে আসামি আশিকুর রহমান ওরফে আশিক, পারভেজ, রাসেলের বিরুদ্ধে ২০০২ খ্রিস্টাব্দের আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইনের ৪ ধারায় এবং জাহিদুল ইসলাম ওরফে টুটুল এর বিরুদ্ধে উক্ত আইনের ৫ ধারায় (যা ৪ ধারায় শাস্তিযোগ্য) অভিযোগ গঠন করেন। গঠিত অভিযোগ পাঠ করে শুনালে আসামিরা নিজেদের নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করে।

অতঃপর রাষ্ট্রপক্ষ তাদের মামলা প্রমাণের জন্য ১১ (এগার) জন সাক্ষীকে আদালতে উপস্থাপনপূর্বক পরীক্ষা করান। রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহন সমাপ্ত হলে আসামিদের ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করলে আপিলকারী

এবং অপর আসামিরা নিজেদেরকে পুনরায় নির্দোষ দাবী করে এবং সাফাই সাক্ষ্য দেবে না বলে জানাই।

রাষ্ট্রপদের ১ নম্বর সাক্ষী হাবিলদার ১০২ আকবর আলী, ২ নম্বর সাক্ষী আবু সাইদ খন্দকার, ৩ নম্বর সাক্ষী মোঃ আবু মুসা, ৪ নম্বর সাক্ষী মোঃ এনামুল হক, ৫ নম্বর সাক্ষী আব্দুল করিম, ৬ নম্বর সাক্ষী সার্জেন্ট মোঃ গোলাম মোস্তাফা, ৭ নম্বর সাক্ষী গাজী মাসুদ রানা, ৮ নম্বর সাক্ষী মোঃ সেলিম হোসেন, ৯ নম্বর সাক্ষী মোঃ আনোয়ার হোসেন, ১০ নম্বর সাক্ষী ডাঃ মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম ও ১১ নম্বর সাক্ষী এমদাদ হোসেন। রাষ্ট্রপক্ষ আদালতে কাগজ পত্র ও আলামত প্রমান করেন। অপরদিকে আসামিপক্ষ কোন সাক্ষী পরীক্ষা করেননি এবং কোন কাগজ পত্র আদালতে প্রমান করেননি।

অতঃপর বিজ্ঞ প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্টেট ও দ্রুত বিচার আদালত, কুষ্টিয়া এজাহার, অভিযোগপত্র, অভিযোগ, সাক্ষীর সাক্ষ্য, উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক শ্রবণসহ সার্বিক বিষয় বিবেচনা ও মূল্যায়ন করে আসামি মোঃ জাহিদুল ইসলাম ওরফে টুটুল এর বিরুদ্ধে আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন এর ৪ ধারায় দরখাস্তকারীকে দোষী সাব্যস্থক্রমে ০৪(চার) বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে ০৩(তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করেন।

অতঃপর আসামি দরখাস্তকারী উপরোক্ত রায় ও আদেশ দ্বারা সংক্ষুদ্ধ হয়ে ফৌজদারি আপিল ২৩/২০০৬ নম্বর দায়ের করে, যা বিজ্ঞ বিশেষ দায়রা

জজ আদালত, কুষ্টিয়া শুনানীন্তে বিগত জানুয়ারী ১৮/২০০৭ খ্রিস্টাব্দে না-মঞ্জুর করেন এবং নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও দণ্ডাদেশ বহাল রাখেন।

মামলাটি শুনানিকালে আসামির পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব জহিরুল আলম বাবর, নিবেদন করেন যে, আসামি নির্দোষ, তাকে মামলায় শত্রুতামূলকভাবে জড়িত করা হয়েছে। আসামি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের সহিত আসামি জড়িত নয়। রাষ্ট্রপক্ষ দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আসামির বিজ্ঞ আইনজীবী ন্যায় বিচারের স্বার্থে আপিলটি মঞ্জুর করার প্রার্থনা করেন।

জনাব মোহাম্মদ আবুল হাশেম, বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, তিঁনি রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থিত হয়ে তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, আসামি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এজাহার দায়ের করা হয়। সাক্ষীদের সাক্ষ্যে আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত হয়েছে। সুতরাং ম্যাজিস্ট্রেট সঠিকভাবে আসামি দরখাস্তকারীকে শাস্তি প্রদান করেছেন এবং আপিল আদালত সঠিকভাবে দরখাস্তকারীর আপিল না-মঞ্জুর করেন এবং নিম্ন আদালতের রায় ও আদেশ বহাল রাখেন। বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আসামির রিভিশনটি না মঞ্জুর করার জন্য প্রার্থনা করেন।

আমি আসামি পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এবং রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের সারগর্ভ বক্তব্য আন্তরিকতার সহিত শ্রবণপূর্বক বিচারসুলভ মনোভাব নিয়ে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করলাম।

আমি এখন দেখব রাষ্ট্রপক্ষ তাদের মামলাটি সন্দেহের ঊর্ধ্বে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন কিনা?

এবং

তর্কিত রায় ও দণ্ডাদেশে হস্তক্ষেপযোগ্য কিনা ?

সর্বপ্রথম আমি রাষ্ট্রপক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনঃনিরীক্ষণ করব।

রাষ্ট্রপক্ষের ১ নম্বর সাক্ষী র‍্যাব এর হাবিলদার জনাব মোঃ আকবর আলী তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, মার্চ ০৯, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জগতী সুগার মিলের পুকুর পাড়ে যান। সেখানে অপেক্ষা করার পর ফোনে তাদের শিশু বাগানে আসতে বলে। তারা শিশু বাগানে গেলে জাহিদুল ইসলাম টুটুল সহ ৪/৫ জন ক্লাবের ভিতর এলে অস্ত্র দেওয়া হবে বলে ক্লাবে তাদের যেতে বলে। তারা ভিতরে না যেতে চাইলে তাদের বলে চলে যেতে এবং বলে পরবর্তীতে যোগাযোগ করে মাল অর্থাৎ অস্ত্র পৌঁছে দেবে। তখন তারা রিক্সা যোগে চলে আসার সময় বেলা ১:৩০ ঘটিকার দিকে সদর উপজেলা পশু সম্পদ অফিসের কাছাকাছি এলে একটি মটর সাইকেল এসে তাদের রিক্সা থামায় এবং রিক্সা হতে নামতে বলে। তার ব্যাগ ধরে টানাটানি করতে থাকে। তখন তারা অস্ত্র বের করার চেষ্টা করলে আসামিরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সাক্ষী ও তার সহযোগীরা আসামি আশিকুর রহমানকে গ্রেফতার করে ফেলেন এবং মটর সাইকেলও জব্দ করেন। আসামি আশিকুর রহমান থেকে জানতে পারেন যে, আসামি জাহিদুল ইসলামে টুটুল তাদের পাঠিয়েছে। এরপর আসামি জাহিদুলকে গ্রেফতার করে

থানায় নিয়ে এ মামলা দায়ের করেন। এ অভিযোগের সময় তার সাথে সার্জেন্ট গোলাম মোস্তফা ও সৈনিক মাসুদ রানা ছিলেন।

জেরার জবাবে ১ নম্বর সাক্ষী বলেছেন অস্ত্র কেনার জন্য জাহিদুলের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ হয়। মোবাইল নম্বর তার কাছে সেভ করা আছে কিন্তু ঐ নম্বরের মালিকানার কোন তথ্য মোবাইল কোম্পানী হতে সংগ্রহ করেননি।

আসামি আশিক গ্রেফতারের পর আসামি জাহিদের নাম বলেনি। আসামি পক্ষের এ বক্তব্য অস্বীকার করেন। ছিনতাই এর সময় টুটুল উপস্থিত ছিল না। আসামি আশিক এর পক্ষে জেরার জবাবে বলেছেন অস্ত্র কেনার ব্যাপারে আসামি আশিক এর সাথে কোন আলাপ হয়নি। ব্যাগে কোন টাকা ছিল না। আশিককে গ্রেফতারের সময় ৪০/৫০ জন লোক জড়ো হয়। ১৩:৪৫ ঘটিকার ২০/২৫ মিনিট পরে গোলাম মোস্তফা সাহেব জব্দ তালিকা প্রস্তুত করেন। জব্দ তালিকা করার সময় তিনি ছিলেন না। তার হাতে আঘাত লাগায় চিকিৎসা করতে যান। র‍্যাবের ক্যাম্পে বসে জব্দ তালিকা করা হয়। আশিকুর রহমানকে গ্রেফতার করার পর তল্লাশী করে কিছু পাওয়া যায়নি। সাক্ষীরা ৩ জন একই রিক্সায় যাচ্ছিলেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ২ নম্বর সাক্ষী আবু সাঈদ তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি ঘটনার কিছুই জানেন না।

রাষ্ট্রপক্ষের ৩ নম্বর সাক্ষী মোঃ আবু মুছা তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তারা খেলার মাঠে খেলছিলেন। তখন দেখেন পুলিশ ০২ জন লোককে ধরে

নিয়ে যাচ্ছে। টুটুল ও আরেকজনকে নিয়ে এলে ওরা বলে যে, ওরা এখান থেকেই মটর সাইকেল নিয়ে যায়।

জেরার জবাবে ৩ নম্বর সাক্ষী বলেছেন যে, দারোগা পিক আপ ভ্যানে করে টুটুল ও আরেকজনকে ঘটনাস্হলে নিয়ে আসে।

রাষ্ট্রপক্ষের ৪ নম্বর সাক্ষী মোঃ এনামুল হক তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ঘটনার সময় তিনি বাসায় খেতে গিয়েছিলেন। গোলমাল শুনে বারান্দায় এসে দেখেন একটি মটর সাইকেল পড়ে আছে। একজন সিভিল র‍্যাব একজন ছেলের সাথে ধস্তাধস্তি করছে। আরেক জন র‍্যাবের পোশাক পড়ছে।

আসামি পক্ষ এ সাক্ষীকে জেরা করেনি।

রাষ্ট্রপক্ষের ৫ নম্বর সাক্ষী আঃ করিম তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি উপজেলা পশু সম্পদ হাসপাতালের সামনে হালিমা ফার্মেসীর মালিক। তিনি ঘটনার দিন অনুমান ১/১:৩০ ঘটিকায় দোকানে বসেছিলেন। এ সময় ২০/২৫ গজ দূরে শোরগোল শুনতে পান। বাইরে গিয়ে দেখেন একটা ছেলেকে র‍্যাব সদস্যরা মারছে। জব্দ তালিকায় তিনি সই করেছেন যাহা প্রদর্শিত ২/১ হিসেবে শনাক্ত করেন। জেরার জবাবে ৫ নম্বর সাক্ষী বলেন। তিনি যখন কাগজে সই করেন তখন এতো কিছু লেখা ছিল না।

রাষ্ট্রপক্ষের ৬ নম্বর সাক্ষী সার্জেন্ট মোঃ গোলাম মোস্তফা তিনি ১ নম্বর সাক্ষীর বক্তব্য সমর্থন করে জবানবন্দী প্রদান করেন।

জেরার জবাবে বলেছেন বেলা ১:০০ ঘটিকায় চিনি কলের এলাকায়

পৌঁছেন। ব্যাগ ছিনতাই ঘটনার সময় আসামি জাহিদুল সেখানে উপস্থিত ছিল না। জব্দ তালিকায় তিনি সই করেন এবং তিনি নিজেই জব্দ করেন। আসামি আশিকুর এর কাছে অস্ত্র পাওয়া যায়নি।

আসামি রাসেল ও পারভেজ এর পক্ষে জেরার জবাবে বলেন, আসামিদের ধরার সময় অনেক লোক জড়ো হয়।

৭ নম্বর সাক্ষীকে বাদীপক্ষ টেন্ডার ঘোষনা করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৮ নম্বর সাক্ষী মোঃ সেলিম, রিক্সা চালক,তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, মার্চ ০৯, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে চৌড়াহাস হতে ০৩ জন লোক তার রিক্সায় উঠে। সুগার মিল এর পুকুর পাড়ে তারা নেমে যায় এবং ঘন্টা খানেক পরে আসে। থানা কাউন্সিল এর সামনের রাস্তা দিয়ে আসার সময় পশু হাসপাতালের সামনে এলে রিক্সা ঠেকায়। ব্যাগ ধরে টানাটানি করে, পরে ০২ জন দৌড় মারে। মটর সাইকেলে যে বসা ছিল তাকে ধরে ফেলে।

রাষ্ট্রপক্ষের ৯ নম্বর সাক্ষী মোঃ আনোয়ার হোসেন তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি দোকানে কেনা বেচা করছিলেন মার্চ ০৩, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে একটি মটর সাইকেল পড়ে যাবার শব্দ শুনতে পান। বাইরে গিয়ে দেখেন র‍্যাবের সাথে ধস্তাধস্তি হচ্ছে। তাদের সামনে একটি মটর সাইকেল জব্দ করে। জব্দ তালিকায় তিনি সই করেছেন। প্রদর্শীত ২ /৩।

জেরার জবাবে বলেছেন তার দোকানের কাছে পশ্চিমে বিপুলের বাড়ি পূর্বে ইমাদুল ও আতিয়ার এর বাড়ি। চা দোকান আছে।

রাষ্ট্রপক্ষের ১০ নম্বর সাক্ষী ডাঃ মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, জখমী আকবর আলীর চিকিৎসা করেন ও এম/সি দেন। জখমীর শরীরের ডান হাতে হাড় ভাঙ্গা জখম পান।

জেরায় বলেছেন মার্চ ১০, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে বিকেল ২:৩০ ঘটিকায় জখমীকে পরীক্ষা করেন। আকবর আলী ভর্তি হয়েছিল কিনা তার জানা নেই এবং Age of Injury M/C উল্লেখ নেই। সিভিল সার্জনের মাধ্যমে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রপক্ষের ১১ নম্বর সাক্ষী মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মোঃ এমদাদ হোসেন তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি আসামিদের রিমান্ডে এনে এজাহার ভুক্ত অন্য আসামিদের নাম ঠিকানা যাচাই করেন, শনাক্ত করেন। তার তদন্তে সাক্ষ্য প্রমানে আসামি আশিকুর, জাহিদুল ইসলাম টুটুল রাসেল ও পারভেজের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার আইনের ৪/৫ ধারার অপরাধ প্রমানিত হলে তিনি আসামিদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

জেরার জবাবে বলেছেন আসামি টুটুল এর বাড়ি ভিন্ন থানায় অভিযোগকারীর এজাহার বর্নিত মোবাইল ফোন জব্দ করেননি। আসামি টুটুল যে মোবাইলে অভিযোগকারীকে ফোন করে তার নম্বর সি, এস, এ উল্লেখ করেননি। ফোন কোম্পানীর কাছ হতে মোবাইরে কল রেকর্ড সংগ্রহ করেননি। আসামিদের জবানবন্দি ফৌজদারি কার্যবিধি ১৬৪ ধারায় রেকর্ড করার জন্য কোন আবেদন আদালতে করেননি। আসামি রাসেল ও পারভেজ এর PC/PR Nill.

আসামি দরখাস্তকারী আশিকুর রহমান ওরফে টুটুল আসামিদের ব্যাগ ছিনতাই এর জন্য ধৃত আসামিরা (আশিক, পারভেজ ও রাসেল) কে বলে পাঠিয়েছিল ১ নম্বর সাক্ষী এজাহারকারীর নিকট বলে।

রাষ্ট্রপক্ষের আদালতে উপস্হাপিত সাক্ষ্য সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১ নম্বর সাক্ষী বলেছেন আসামি আশিকুর রহমানকে ছিনতাই এর চেষ্টা করার সময় গ্রেফতার করা হয় অন্যরা পালিয়ে যায়। কিন্তু পালিয়ে যাওয়া আসামিদের নাম তিনি উল্লেখ করেননি। আসামি জাহিদুল ইসলাম টুটুল আসামিদের পাঠিয়েছিল ছিনতাই এর জন্য যা ধৃত আসামি তাদের কাছে স্বীকার করেছে। ৬ নম্বর সাক্ষীও একই সাক্ষ্য প্রদান করেন। ঘটনাস্হলের উপস্হিত ও পার্শ্ববর্তী সাক্ষীরা যথাক্রমে ৪ নম্বর সাক্ষী এনামুল, ৫ নম্বর সাক্ষী আঃ করিম, ৮ নম্বর সাক্ষী রিক্সা চালক সেলিম হোসেন ছিনতাই এর চেষ্টার সময় ও এর পরে আসামি আশিককে গ্রেফতার করার ঘটনা দেখেছেন এবং সাক্ষীরা মামলার অভিযোগকারী বক্তব্য তথা অভিযোগকারী পক্ষের মামলার সমর্থন করেই জবানবন্দি সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

সাক্ষ্য প্রমান পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় আসামি আশিক ও রাসেল ঘটনার সাথে কিভাবে জড়িত তা সাক্ষীরা উল্লেখ করেননি। এমনকি তাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ তাও অভিযোগকারী সহ সাক্ষীরা উল্লেখ করেননি। প্রকৃত পক্ষে এ দুজন আসামির বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য প্রমান নেই এ মামলায় জড়িত করার মত।

অপর দিকে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় আসামি

জাহিদুল ইসলাম টুটুল স্বীকৃত মতে ঘটনাস্থলে তথা ছিনতাই এর সময় উপস্থিত ছিল না।

রাষ্ট্রপক্ষের ১ নম্বর সাক্ষী তার সাক্ষ্যে বলেন যে, আসামি আশিকুর রহমান আশিক কে জিজ্ঞাসাবাদে জানায় আসামি জাহিদুল ইসলাম ওরফে টুটুল এজাহারকারীর ব্যাগ ছিনতাই এর জন্য তাদের পাঠিয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষের ২ নম্বর সাক্ষী আবু সাঈদ খোন্দকার প্রসিকিউশন কেইস সমর্থন করেনি। রাষ্ট্রপক্ষের ৩ নম্বর সাক্ষী আবু মুসার সাক্ষ্য থেকে পাওয়া যায় পুলিশ দু'জনকে ধরে নিয়ে যায়। রাষ্ট্রপক্ষের ৪ নম্বর সাক্ষী মোঃ এনামুল হক র‍্যাব ছেলেটি ও মটর সাইকেল নিয়ে চলে যায়। রাষ্ট্রপক্ষের ৫ নম্বর সাক্ষী আব্দুল করিম জব্দ তালিকার সাক্ষী। রাষ্ট্রপক্ষের ৮ নম্বর সাক্ষী সেলিম একজন রিক্সাচালক। রাষ্ট্রপক্ষের ৯ নম্বর সাক্ষী মোঃ আনোয়ার হোসেন জব্দ তালিকার সাক্ষী। রাষ্ট্রপক্ষের ১০ নম্বর সাক্ষী ডাঃ মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম এজাহারকারী মোঃ আকবর আলীকে চিকিৎসা করেন। রাষ্ট্রপক্ষের ১১ নম্বর সাক্ষী এমদাদ হোসেন মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা। আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিলকারী।

রাষ্ট্রপক্ষের ৬ নম্বর সাক্ষী সার্জেন্ট গোলাম মোস্তফা তার জবানবন্দিতে এক পর্যায়ে আসামি জাহিদুল ইসলাম টুটুল, রাসেল ও পারভেজের নাম বলে মর্মে উল্লেখ করলে ও আসামি আশিকুর ইসলামের নিকট থেকে জানতে পারেন যে, জাহিদুল ইসলাম টুটুল তাদের পাঠিয়েছে। এরপর জাহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে মামলা দায়ের করে। প্রসিকিউশন পক্ষের অন্য কোন সাক্ষীর

সাক্ষ্য থেকে উহার সমর্থন পাওয়া যায় না। আসামি রাসেল ও পারভেজ এজাহারকারীর ব্যাগ ছিনতাইয়ের চেষ্টার ঘটনার সহিত জড়িত ছিল মর্মে এইরুপ নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য প্রমান পাওয়া যায় না।

রাষ্ট্রপক্ষের ১ নম্বর সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেন যে, ছিনতাই এর সময় টুটুল উপস্থিত ছিল না। রাষ্ট্রপক্ষের ৬ নম্বর সাক্ষী সার্জেন্ট মোঃ গোলাম মোস্তফা জেরায় বলেন যে, ব্যাগ ছিনতাই এর ঘটনার সময় আসামি জাহিদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলনা। ৭ নম্বর সাক্ষী গাজী মাসুদ রানাকে টেন্ডার করা হয়।

রাষ্ট্রপক্ষের ১১ নম্বর সাক্ষী তদন্ত কর্মকর্তা মোঃ এমদাদ হোসেন জেরায় বলেন যে, বাদীর এজাহারে বর্নিত মোবাইল ফোন জব্দ করেন নাই। আসামি টুটুল যে মোবাইলে বাদীকে ফোন করে তার নম্বর সি, এস, এ উল্লেখ করেন নাই। কোন কোম্পানীর কাছ হতে মোবাইলের কল রেকর্ড সংগ্রহ করে নাই। আসামিদের জবানবন্দি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় রেকর্ড করার জন্য কোন আবেদন আদালতে করেন নাই।

বিজ্ঞ প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্টেট আদালত ও দ্রুত বিচার আদালত, কুষ্টিয়া রাষ্ট্রপক্ষের প্রদত্ত সাক্ষ্য, প্রাসঙ্গিক কাগজাদি উভয়পক্ষের আইনজীবীদের প্রদত্ত বক্তব্য এবং আসামি মোঃ জাহিদুল ইসলাম ওরফে টুটুল এর বিরুদ্ধে আনিত ছিনতাই এর ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমানিত না হওয়া স্বত্বেও বিজ্ঞ প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্টেট বিগত মে ২৩, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে জি, আর ৯১/২০০৬ নম্বর মামলায় আসামি টুটুলকে আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত

বিচার) আইন এর ৪ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্থক্রমে উক্ত ধারায় তাকে ০৪(চার) বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে ০৩(তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করেন। আসামি দরখাস্তকারী নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে দ্বারা সংক্ষুদ্ধ হয়ে ফৌজদারি আপিল নম্বর ২৩/২০০৬ দায়ের করেন। যা বিজ্ঞ বিশেষ দায়রা জজ আদালত, কুষ্টিয়া একইভাবে শুনানীন্তে বিগত জানুয়ারী ১৮, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে আপিল না-মঞ্জুর করেন এবং নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ বহাল রাখেন।

রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রাষ্ট্রপক্ষের ১ নম্বর সাক্ষী হাবিলদার আকবর আলী তার সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি আসামি আশিকুর রহমানের নিকট জানতে পারেন যে, টাকা ছিনতাই এর জন্য জাহিদুল ইসলাম টুটুল তাদের কে পাঠিয়েছে। ৬ নম্বর সাক্ষী সার্জেন্ট গোলাম মোস্তফা জেরায় বলেন যে, ব্যাগ ছিনতাই ঘটনার সময় আসামি জাহিদুল সেখানে উপস্থিত ছিল না। ১১ নম্বর সাক্ষী তদন্ত কর্মকর্তা মোঃ এমদাদ হোসেন জেরায় বলেন যে, এজাহারকারীর এজাহারে বর্নিত মোবাইল ফোন জব্দ করেননি। আসামি টুটুল যে মোবাইলে অভিযোগকারীকে ফোন করে তার নম্বর সি, এস, এ উল্লেখ করেননি। কোন কোম্পানীর কাছ হতে মোবাইল কল রেকর্ড সংগ্রহ করেননি। আসামিদের জবানবন্দি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় রেকর্ড করার জন্য কোন আবেদন আদালতে করেননি।

আমি তর্কিত রায় ও আদেশ সাক্ষীদের প্রদত্ত সাক্ষ্য এজাহার, অভিযোগপত্র, অভিযোগ, জব্দ তালিকা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজ মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনা করলাম। নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও দণ্ডাদেশ এবং আপিল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ আমি মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনা করলাম।

উপরে বর্নিত রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্যের আলোকে ইহা স্পস্ট যে আসামি দরখাস্তকারী জাহিদুল ইসলাম টুটুলকে বেআইনীভাবে অত্র মামলায় জড়িত করে এবং আসামি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে This is a case of no evidence হওয়া স্বত্বেও বিজ্ঞ প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্টেট আদালত, কুষ্টিয়া বিগত মে, ২৩, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে আসামি দরখাস্তকারী জাহিদুল ইসলাম টুটুলকে আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইনের ৪ ধারার অপরাধে সম্পুর্ণ অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্থক্রমে ৪ (চার) বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ৩ (তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন এবং দরখাস্তকারী উক্ত রায় ও দণ্ডাদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়ে ফৌজদারি আপিল ২৩/২০০৭ নম্বর দায়ের করে যা বিজ্ঞ বিশেষ দায়রা জজ আদালত, কুষ্টিয়া সম্পুর্ণ অন্যায়ভাবে সাক্ষী প্রমানের কোন সমর্থন ব্যতীত বিগত জানুয়ারী ১৮, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রায়ে আপিলটি না-মঞ্জুর করেন এবং নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ বহাল রাখেন। যা মোটেই আইন সংগত হয়নি।

আমি মনে করি আসামি দরখাস্তকারী কর্তৃক দায়েরকৃত ফৌজদারি রিভিশন

মামলার যোগ্যতা (Merit) আছে।

অতএব, ফলাফল;

রুল চূড়ান্ত (Absolute) করা হলো।

বিজ্ঞ বিশেষ দায়রা জজ আদালত, কুষ্টিয়া জানুয়ারি ১৮, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে ফৌজদারি আপীল মামলা নম্বর ২৩/২০০৭ এ প্রদত্ত রায় ও আদেশ এবং বিজ্ঞ প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্টেট ও দ্রুত বিচার আদালত, কুষ্টিয়া কর্তৃক বিগত মে ২৩, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে কুষ্টিয়া জি, আর ৯১/২০০৬ নম্বর মামলায় আসামি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন এর প্রদত্ত রায় ও দণ্ডাদেশ বাতিল করা হলো।

বিজ্ঞ প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্টেট ও দ্রুত বিচার আদালত, কুষ্টিয়া কর্তৃক বিগত কুষ্টিয়া জি, আর ৯১/২০০৬ নম্বর মামলায় আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইনের ৪ ধারায় প্রদত্ত আসামি দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ৪ (চার) বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, অনাদায়ে ৩ (তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের রায় ও আদেশ এবং বিজ্ঞ বিশেষ দায়রা জজ, আদালত, কুষ্টিয়া কর্তৃক ফৌজদারি আপিল নম্বর ২৩/২০০৬ এ বিগত জানুয়ারী ১৮, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত রায় ও আদেশ বাতিল করা হলো। বিজ্ঞ প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট ও দ্রুত বিচার আদালত, কুষ্টিয়া কর্তৃক আসামি দরখাস্তকারী জাহিদুল ইসলাম টুটুলকে আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইনের ৪ ধারায় প্রদত্ত সাজা ৪ (চার) বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ৩ (তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হতে খালাস দেওয়া হলো।

অত্র রায়ের অনুলিপিসহ নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে অতিসত্বর পাঠানো হউক।